বর্ষ-১ । সংখ্যা-৩ । মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩১ । ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিএসএমএমইউ
-এর
নিউজলেটার

ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিএসএমএমইউ

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

প্রধান সম্পাদক
অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

সম্পাদক
সহকারী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ

নির্বাহী সম্পাদক
ডা. সাইফুল আজম রঞ্জু
ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব

নিউজ - প্রশান্ত মজুমদার

আলোকচিত্র - আরিফ খান

ডিজাইন - /LipichitroBD

প্রকাশক - অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার, বিএসএমএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত, জনসংযোগ শাখা কর্তৃক প্রচারিত। প্রকাশকালঃ মার্চ-২০২৫।

সূচিপত্র

০৪ মহান শহীদ দিবস ও অন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

০৫ বিএসএমএমইউতে রেসিডেন্সি ইনডাকশন প্রোগ্রাম ২০২৫ অনুষ্ঠিত

০৭ বিএসএমএমইউতে প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত

০৮ বিএসএমএমইউতে ফায়ার ফাইটিং মহড়া ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

০৯ বিএসএমএমইউতে বাংলাদেশে জনসংখ্যাভিত্তিক ক্যান্সারের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বৃহত্তর গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

১২ বিএসএমএমইউতে আন্তর্জাতিক শিশু ক্যান্সার দিবস ২০২৫ উদযাপিত

১৩ বিএসএমএমইউ'র বহির্বিভাগে অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট চালুর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত

১৪ বিএসএমএমইউতে আন্তর্জাতিক মৃগীরোগ দিবস ২০২৫ উদযাপিত

১৫ বিএসএমএমইউতে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস ২০২৫ উদযাপিত

১৬ বিএসএমএমইউয়ে সরস্বতী পূজা উদযাপন

১৮ বিএসএমএমইউতে ক্লিনিকাল ট্রায়ালের ওপর সিএমই অনুষ্ঠিত

২০ "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও বিধিমালা-২০০৮" বিষয়ে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

২২ বিএসএমএমইউতে ক্রয় ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ই-জিপি সিস্টেম বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২৫ বিএসএমএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে এক্সরে, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, আল্ট্রাসনোগ্রাম, মেমোগ্রাম ও বিএমডি সেবা চালু

মহান শহীদ দিবস ও অন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে।

৮ই ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং তারিখ, শুক্রবার প্রথম প্রহরে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিএসএমএমইউ এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। এছাড়াও প্রত্যুষে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এই গুরুত্বপূর্ণ দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ কর্মসূচী পালন করা হয়। এসকল কর্মসূচীতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম স্যার সহ সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দিন, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন টিটু, অতিরিক্ত পরিচালক (অডিট) ও ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) জনাব খন্দকার শফিকুল হাসান, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের পিএস-১ সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব, অতিরিক্ত পরিচালক (সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল) ডা. মোঃ শাহিদুল হাসান, প্রস্থডনটিক্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও উপ- রেজিস্ট্রার (আইন) ডা. আবু হেনা হেলাল উদ্দিন আহমেদ, ডা. মোঃ আকবর হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউতে রেসিডেন্সি ইনডাকশন প্রোগ্রাম ২০২৫ অনুষ্ঠিত

> জাতীয় প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে হবে
>
> –অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান

> গবেষণার মাধ্যমে রেসিডেন্টদের নোবেল জয়ের সুযোগ রয়েছে, গুরুত্ব দিতে হবে এভিডেন্স বেইসড চিকিৎসাবিদ্যায়
>
> –অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

বিএসএমএমইউতে উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষায় ডিগ্রি অর্জণে লক্ষ্যে অধ্যয়নরত নবাগত রেডিডেন্ট চিকিৎসক-শিক্ষার্থীদের শপথ অনুষ্ঠান রেসিডেন্সি ইনডাকশন প্রোগ্রাম ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিএসএমএমইউ'র শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে গত বৃহস্পতিবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত এই ইনডাকশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান। রেসিডেন্সি ইনডাকশন প্রোগ্রামে সভাপতিত্ব করেন ও নবাগত রেসিডেন্টদের শপথ বাক্য পাঠ করান মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। মোট ১২৩৮ জন রেসিডেন্ট শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এর মধ্যে রয়েছে সার্জারি অনুষদে ৫৩৭ জন, মেডিসিন অনুষদে ৩৭৫ জন, শিশু অনুষদে ১১৫ জন, বেসিক সাইন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদে ১৩০ জন এবং ডেন্টাল অনুষদে ৮১ জন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান বলেন, জাতীয় প্রয়োজনে দিকে লক্ষ্য রেখে চিকিৎসা পেশায় বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে হবে। নবাগত রেসিডেন্টদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, চিকিৎসা শিক্ষায় জ্ঞান অর্জন ও চিকিৎসা সেবা দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে বাংলাদেশের যেকোনো হাসপাতাল ও মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধার মধ্যেই অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। নবগত রেসিডেন্টদের চিকিৎসা পেশার নীতি নৈতিকতা ধারণ করতে হবে এবং রোগীদের অসন্তুষ্টি দূর করার দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান সময়ে যোগাযোগ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি, লিডারশীপ ও টিম ম্যানেজমেন্ট এর গুণাবলী অর্জন করা, এ.আই সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করা, নতুন নতুন টেকনোলজির সাথে নিজেকে যুক্ত করা এখন সময়েরই দাবি, যা রেসিডেন্টদেরকে শিখতে হবে, অর্জন করতে হবে। আমার ও আমিত্বকে ভুলে গিয়ে অর্জিত জ্ঞানকে নিজের মধ্যে না রেখে বিশ্বকল্যাণে ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন, মানুষের সুস্বাস্থ্যের সাথে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ, পৃথিবীর সকল দেশ, সকল প্রাণী, পরিবেশ, পানি, বাতাস, খাদ্যসহ সমগ্র পৃথিবী যুক্ত। তাই মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হলে নিরাপদ পানি, নিরাপদ খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ূ, পর্যাপ্ত অক্সিজেন অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে, তাই এই সব বিষয়েও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, চিকিৎসা পেশায় এভিডেন্স

বক্তব্য রাখছেন- মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

বক্তব্য রাখছেন- রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম

বক্তব্য রাখছেন- প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ

বক্তব্য রাখছেন- উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

বক্তব্য রাখছেন- কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার

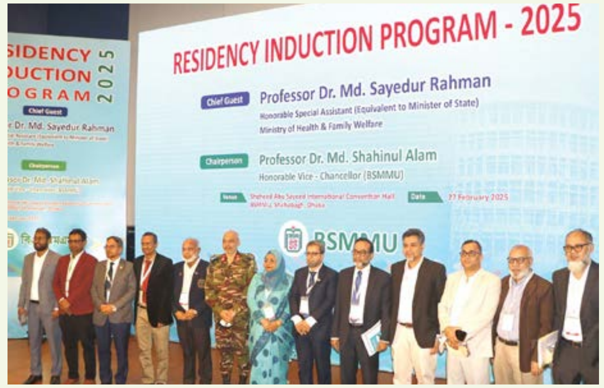

বেইসড ট্রিটমেন্ট বা প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করে এভিডেন্স বেইসড চিকিৎসাবিদ্যা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে হবে। বর্তমান সময়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক অংশগ্রহণ ও মূল্যায়নও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের আকাঙ্খা পূরণ করতে হবে। নিজেদেরকে থিসিস ও গবেষণায় যুক্ত করে নতুন নতুন উদ্ভাবনী জ্ঞানের আলোর দুয়ার খুলে দিতে হবে। আজকের রেসিডেন্টদের মাঝেই রয়েছে সুপ্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অফুরন্ত ভান্ডার। এটাকে কাজে লাগিয়ে গবেষণার মাধ্যমে রেসিডেন্টদের চিকিৎসা বিষয়ে নোবেলের মতো বিশ্বখ্যাত পুরস্কার অর্জন করা সম্ভব।

অন্য বক্তারা বলেন, শেখার প্রতি আজীবন আগ্রহ থাকতে হবে। শুধু ভালো চিকিৎসক হলেই চলবে না, ভাল মানুষও হতে হবে। অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসাসেবা, চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে এই দেশকে বিশ্বমানে নিয়ে যেতে হবে।

ইনডাকশন প্রোগ্রাম সঞ্চালনা করেন বিএসএমএমইউ'র রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ। নিজ নিজ অনুষদের নবাগত রেসিডেন্ট শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন সার্জারি অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন, বেসিক সায়েন্স ও প্যারা ক্লিনিক্যাল সায়েন্স অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. সাইফ উল্লাহ মুন্সী, মেডিসিন অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মোঃ শামীম আহমেদ, শিশু অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান, ডেন্টাল অনুষদের কোর্স ডাইরেক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ মাসুদুর রহমান। এছাড়াও মেডিক্যাল টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ সফি উদ্দিন সহ অধিভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষগণ, নবাগত রেসিডেন্টগণ বক্তব্য রাখেন।

বিএসএমএমইউতে প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত

রোগী ও জনগণের স্বার্থে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতে প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা অপরিহার্য।

–উপাচার্য

বিএসএমএমইউতে প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে “প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যার মূলনীতি: গবেষণা ও বাস্তব প্রয়োগের সেতুবন্ধন (টহরাবৎংরঃু ঈবহঃৎধষ ঝবসরহধৎ ড়হ ঞযব ঋড়ঁহফধঃরড়হং ড়ভ উারফবহপব-ইধংবফ গবফরপরহব ইৎরফমরহম জবংবধৎপয ধহফ চৎধপঃরপব).” শীর্ষক ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা, রোগীর চাহিদা ও সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল একত্রিত করে সর্বোত্তম চিকিৎসা দেয়াই প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসায় মূল উদ্দেশ্য। গত সোমবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক অডিটোরিয়ামে এই সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, রোগী ও জনগণের স্বার্থে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতে প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা অপরিহার্য।

বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও চিকিৎসকের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসায় অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য প্রমাণিত গবেষণা, চিকিৎসা সংক্রান্ত অধ্যয়ন (ক্লিনিক্যাল স্টাডি) ও অভিজ্ঞতা একত্রিত করেই যথাযথ চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করা হয় বলে চিকিৎসাসেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, চিকিৎসকরা যদি গাইডলাইন অনুসরণ করে প্রেসক্রিপশনে রোগীর ওষুধ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা লিখেন, তাহলে চিকিৎসা ব্যয় কিছুটা কমবে এবং রোগীরাও যথাযথ চিকিৎসা পেয়ে আরোগ্যলাভ করবেন। চিকিৎসকদের অবশ্যই গাইডলাইন অনুসরণ করে চিকিৎসা দেওয়া উচিত। মানসম্পন্ন গাইডলাইন না থাকলে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে নিজেদের উদ্যোগে গাইডলাইন তৈরি করে সে অনুযায়ী রোগীদেরকে চিকিৎসাসেবা দিতে হবে। প্রেসক্রিপশনে আনরেজিস্ট্রার্ড প্রোডাক্ট বা এ জাতীয় কিছু লেখা উচিত না। মাননীয় উপাচার্য বলেন, বিশ্বে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্রুত পরিবর্তনশীল। চিকিৎসা পদ্ধতিকে আরও কার্যকর, নিরাপদ ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা (উারফবহপব-ইধংবফ গবফরপরহব) একটি অপরিহার্য পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আজকের সেমিনারের আলোচনা চিকিৎসকদের জন্য গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে সঠিক সমন্বয় সাধনে অবদান রাখবে। তিনি বলেন, প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা না করলে বহির্বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশ চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে।

অধ্যাপক ডা. এম মোস্তফা জামান এভিডেন্স-ভিত্তিক মেডিসিনের মৌলিক নীতিগুলো ব্যাখ্যা করেন এবং দেখান কীভাবে নতুন চিকিৎসা গবেষণার প্রয়োগ রোগীদের নিরাপদ ও কার্যকর চিকিৎসা প্রদান করতে সাহায্য করে।

ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আবদুস শাকুর বলেন, চিকিৎসা গবেষণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। গবেষণা-ভিত্তিক চিকিৎসাপদ্ধতি রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই সেমিনার বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অধ্যাপক ডা. মো. আবদুস শাকুর বাস্তব ক্ষেত্রের উদাহরণ ও গবেষণা-ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতির সফল প্রয়োগ তুলে ধরেন, যা চিকিৎসার মানোন্নয়ন

ও রোগীদের দ্রুত সুস্থতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। এছাড়াও বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবে আহতদের সুচিকিৎসায় বিএসএমএমইউতে অত্যাধুনিক রোবটিক রিহ্যাবিলিটেশন এর সূচনা নিয়েও কথা বলেন।

সেমিনারে আলোচকরা জানান, প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা এমন একটি পদ্ধতি যেখানে ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা, রোগীর চাহিদা ও সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল একত্রিত করে সর্বোত্তম চিকিৎসা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটি শুধুমাত্র চিকিৎসা সেবা উন্নত করে না, বরং স্বাস্থ্যসেবার মান ও রোগীর সুস্থতার হারও বৃদ্ধি করে। সঠিক গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে শুধুমাত্র রোগ নিরাময় নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব। চিকিৎসকদের জন্য গবেষণা ও ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করা এখন সময়ের দাবি। এই উদ্যোগ চিকিৎসা পেশাজীবীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং আধুনিক স্বাস্থ্যসেবাকে আরও কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে। সেমিনারে প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসার ইতিহাস, তাৎপর্য, চিকিৎসা গবেষণার ভূমিকা ও এর প্রয়োগ, রোগীর স্বাস্থ্যসেবায় গবেষণার ফল কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, নীতিনির্ধারণ ও চিকিৎসা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভূমিকাসহ নানা বিষয় আলোচিত হয়।

সেমিনারের মাধ্যমে বিএসএমএমইউ গবেষণা ও আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষার অগ্রগতিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। সেমিনারটি উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে শেষ হয়, যেখানে শিক্ষার্থীরা ও চিকিৎসকরা গবেষণা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ উন্নতি নিয়ে মতবিনিময় করেন।

বিএসএমএমইউ'র সেন্ট্রাল সেমিনার সাব-কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের অধ্যাপক ডা. এম মোস্তফা জামান ও ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আবদুস শাকুর। সেন্ট্রাল সেমিনার সাব-কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. আফজালুন নেছা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে সঞ্চালনা করেন সহকারী অধ্যাপক ডা. খালেদ মাহাবুব মোরশেদ মামুন।

বিএসএমএমইউতে ফায়ার ফাইটিং মহড়া ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বিএসএমএমইউ'র বেসিক ভবনের সামনে গত মঙ্গলবার ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্যোগে একটি ফায়ার ফাইটিং মহড়া ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বিএসএমএমইউ'র সম্মানিত প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দিন, সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের অতিরিক্ত পরিচালক ডা. মোঃ শাহিদুল হাসান, প্রস্থোডনটিক্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও উপ- রেজিস্ট্রার (আইন) ডা. আবু হেনা হেলাল উদ্দিন আহমেদ, শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারের উপ-পরিচালক ডা. মোঃ আরিফুল হক, ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স এর অধিদপ্তরের জোন কমান্ডার মোঃ ফয়সালুর রহমান, স্টেশন অফিসার মোঃ আশেক আল মারুফ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউতে বাংলাদেশে জনসংখ্যাভিত্তিক ক্যান্সারের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বৃহত্তর গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

দেশে প্রতি লাখে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০৬ জন

প্রতি বছর নতুন করে আক্রান্ত হয় ৫৩ জন

৩৮ ধরণের ক্যান্সারের মধ্যে স্তন, মুখ, পাকস্থলী, শ্বাসনালী এবং জরায়ু মুখের ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা বেশি

মোট মৃত্যুর ১২ শতাংশ ক্যান্সারের রোগী

বিএসএমএমইউতে বাংলাদেশে জনসংখ্যা-ভিত্তিক ক্যান্সারের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বৃহত্তর গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। গত শনিবার ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের কনফারেন্স রুমে বাংলাদেশে ক্যান্সারের বোঝা: জনসংখ্যাভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি (Cancer Burden in Bangladesh: Evidence from a Population-based Cancer Registry) শীর্ষক এক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইন ডিরেক্টর অধ্যাপক ডা. সৈয়দ জাকির হোসেন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিকুল হক। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান বলেন, নিত্যনতুন জ্ঞান তৈরিতে গবেষণার বিকল্প নাই। বিএসএমএমইউ থেকে সেই গবেষণায় পরিচালনা করা উচিত যা রোগীদের কল্যাণে কাজে আসে। যেসকল গবেষণা দেশের মানুষের, দেশের রোগীদের উপকার হবে সেক্ষেত্রে সরকারের সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, গণআকাঙ্খা পূরণ করে এমন গবেষণার জন্য ফান্ডের কোনো সমস্যা হবে না। বিএসএমএমইউ'র উদ্যোগে পরিচালিত বাংলাদেশে জনসংখ্যাভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি থেকে যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তা দেশের মানুষের ক্যান্সার প্রতিরোধ, প্রতিকার ও ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসায় বিরাট ভূমিকা রাখবে। একই সাথে এই পরিসংখ্যান বাংলাদেশে ক্যান্সার নিয়ে গবেষণার বহুমুখী দ্বার উন্মোচন করেছে।

প্রধান গবেষক পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. খালেকুজ্জামান জানান, ক্যান্সার বিশ্বে মৃত্যুর প্রধান কারণগুলোর একটি। বাংলাদেশে জনসংখ্যাভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি বা নিবন্ধন (পিবিসিআর) না থাকায় প্রতিবেশী দেশগুলোর তথ্য ব্যবহার করে ক্যান্সারের পরিস্থিতি অনুমান করতে হয়। এর ফলে বাংলাদেশে ক্যান্সারের

বক্তব্য রাখছেন- মাননীয় উপাচার্য
অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

সঠিক পরিস্থিতি জানার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আছে। তাই জনসংখ্যাভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বা বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি জনসংখ্যাভিত্তিক ক্যান্সার নিবন্ধন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্যান্সারের পরিস্থিতি নির্ণয় করা জরুরি হয়ে পড়েছিল, এজন্যই এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। তিনি জানান, কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলায় ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়ে আসছে। এই গবেষণায় প্রতিটি বাড়িতে বিশেষভাবে তৈরি করা ইন্টারনেট ভিত্তিক ক্যান্সার নিবন্ধন সফটওয়্যার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহণ করা হয়েছে। এক বছর পূর্তিতে একই পরিবারের ফলোআপ পরিদর্শন ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয়েছে।

ড. মো. খালেকুজ্জামান জানান, ২ লক্ষ মানুষের উপর এই গবেষণা পরিচালন করা হয়। বাংলাদেশে ৩৮ ধরণের ক্যান্সারের রোগী পাওয়া গেছে। প্রতি লাখে ১০৬ জন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে। ৯৩ শতাংশ রোগীর বয়স ১৮ থেকে ৭৫ বছর। ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে ২.৪ শতাংশ শিশুরা রয়েছে। ৫.১ শতাংশ রোগীর বয়স ৭৫ বছরের বেশি। ৫টি প্রধান ক্যান্সার হল স্তন, মুখ, পাকস্থলী, শ্বাসনালী এবং জরায়ু মুখের ক্যান্সার। পুরুষদের ৫টি প্রধান ক্যান্সার হল শ্বাসনালী, পাকস্থলী, ফুসফুস, মুখ ও খাদ্যনালীর ক্যান্সার। নারীদের ৫টি প্রধান ক্যান্সার হল স্তন, জরায়ুমুখ, মুখ, থাইরয়েড এবং ওভারি। পুরুষ ক্যান্সার রোগীদের ৭৫.৮ শতাংশ ধুমপায়ী এবং ধোঁয়াহীন পান, জর্দ্দা, তামাক সেবনকারী ৪০.৫ শতাংশ। ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে ৬০.৬ শতাংশ নারী ধোঁয়াহীন পান, জর্দ্দা, তামাক সেবনকারী। ৪৬ শতাংশ রোগীর ক্যান্সারের সাথে ই তামাক সেবনের সম্পর্ক রয়েছে। ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ৬০

২ লক্ষ মানুষের উপর এই গবেষণা পরিচালন করা হয়।

বাংলাদেশে ৩৮ ধরণের ক্যান্সারের রোগী পাওয়া গেছে।

প্রতি লাখে ১০৬ জন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে।

পুরুষ ক্যান্সার রোগীদের ৭৫.৮ শতাংশ ধুমপায়ী।

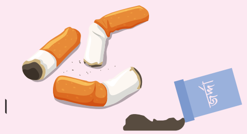

পুরুষ ক্যান্সার রোগীদের ৪০.৫ শতাংশ ধোঁয়াহীন পান, জর্দ্দা, তামাক সেবনকারী।

ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে ৬০.৬ শতাংশ নারী ধোঁয়াহীন পান, জর্দ্দা, তামাক সেবনকারী।

পুরুষদের ৫টি প্রধান ক্যান্সার হল শ্বাসনালী, পাকস্থলী, ফুসফুস, মুখ ও খাদ্যনালীর ক্যান্সার।

নারীদের ৫টি প্রধান ক্যান্সার হল স্তন, জরায়ুমুখ, মুখ, থাইরয়েড এবং ওভারি।

ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে-

৬০% কমবাইন্ড চিকিৎসা নিয়েছে।

৭.৪% কোনো চিকিৎসাই নেয়নি।

প্রতি বছর নতুন করে প্রতি লাখে ৫৩ জন রোগী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়।

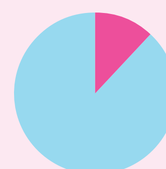

দেশে মোট মৃত্যুর ১২% ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী।

বক্তব্য রাখছেন- উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন)
অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

বক্তব্য রাখছেন- উপ-উপাচার্য (প্রশাসন)
অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বক্তব্য রাখছেন- কোষাধ্যক্ষ
অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার

বক্তব্য রাখছেন- পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের
সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. খালেকুজ্জামান

শতাংশ কমবাইন্ড চিকিৎসা নিয়েছে এবং ৭.৪ শতাংশ রোগী কোনো চিকিৎসাই নেয়নি। দেশে মোট মৃত্যুর ১২ শতাংশ ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী। মৃত রোগীদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে ফুসফুস, শ্বাসনালী ও পাকস্থলীর ক্যান্সার। প্রতি বছর নতুন করে প্রতি লাখে ৫৩ জন রোগী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ফুসফুস, লিভার ও শ্বাসনালীর ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা বেশি।

গবেষণার ফলাফল: প্রাথমিকভাবে ২,০১,৬৬৮ জন অংশগ্রহণকারী ৪৬,৬৩১টি পরিবারের মধ্যে থেকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হন, যার মধ্যে ৪৮.৪% পুরুষ এবং ৫১.৬% নারী। মোট ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ছিল ২১৪ এবং ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব ছিল প্রতি ১,০০,০০০ জনে ১০৬ (পুরুষদের জন্য, প্রতি ১,০০,০০০-এ ১১৮ এবং নারীদের জন্য, প্রতি ১,০০,০০০-এ ৯৬)। গবেষণা জনসংখ্যা ৩৮টি বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে চিহ্নিত হয়েছে।

৯২.৫% ক্যান্সার রোগী ১৮-৭৫ বছর বয়সী। ১৮ বছরের নিচে ২.৪% এবং ৭৫ বছরের ঊর্ধ্বে ৫.১% ছিলেন। সর্বোচ্চ ৫টি ক্যান্সার ছিল: স্তন (১৬.৮%), ঠোঁট, মৌখিক গহ্বর (৮.৪%), পেট (৭.০%), গলা (৭.০%) এবং জরায়ু (৫.১%)। পুরুষদের মধ্যে, গলার ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল (১৩.০%)। অন্যান্য প্রধান ক্যান্সার ছিল পেট (১০.৪%), ফুসফুস (৮.৭%), ঠোঁট ও মৌখিক গহ্বর (৭.০%) এবং খাদ্যনালী (৬.১%)। নারীদের মধ্যে, স্তন ক্যান্সার ছিল সবচেয়ে সাধারণ ক্যান্সার (৩৬.৪%)। এছাড়া, জরায়ুর ক্যান্সার (১১.১%), ঠোঁট ও মৌখিক গহ্বরের ক্যান্সার (১০.১%), থাইরয়েড (৭.১%) এবং ডিম্বাশয় (৫.১%) অন্যান্য প্রধান ক্যান্সার ছিল। ১৯% মহিলা ক্যান্সার রোগী নারী প্রজনন সিস্টেমের ক্যান্সারে আক্রান্ত (জরায়ু ১১%, ডিম্বাশয় ৫%, এবং জরায়ু ৩%)। ক্যান্সার রোগীদের সহ-রোগের মধ্যে ছিল উচ্চ রক্তচাপ (১৭%), ডায়াবেটিস (১১%), হৃদরোগ (৬%), দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ (৩%), এবং স্ট্রোক (২%)। ৭৫.৮% পুরুষ ক্যান্সার রোগী ছিলেন ধূমপায়ী। ৪০.৫% পুরুষ এবং ৬০.৬% নারী তামাকবিহীন সেবন করতেন। সর্বমোট ক্যান্সারের ৪৬% তামাক (ধূমপান ও তামাকবিহীন) সেবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। ৬০% ক্যান্সার রোগী সার্জারি, কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপির সংমিশ্রণ চিকিৎসা পেয়েছিলেন। ৭.৪% রোগীকে কোনো চিকিৎসা প্রদান করা হয়নি।

ফলোআপ: ১ জুলাই ২০২৪ থেকে ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত ১৩,৪১১ টি পরিবারের ৫৮,৫৩৯ জন অংশগ্রহণকারীর ফলোআপ করা হয়েছিল। এক বছরে নতুন ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা যুক্ত হয়েছে প্রতি ১,০০,০০০ জনে ৫২.৯। নতুন সংযোজিত ৩টি প্রধান ক্যান্সার ছিল: ফুসফুস (১৬.১%), যকৃত (১২.৯%), এবং গলা (১২.৯%)। পুরুষদের জন্য, নতুন সংযোজিত ক্যান্সারের মধ্যে ৩টি প্রধান ক্যান্সার হলো ফুসফুস (১৬.১%), যকৃত (১২.৯%), এবং স্বরযন্ত্রের ক্যান্সার (১২.৯%)। নারীদের নতুন সংযোজিত ক্যান্সার হলো লিভার (যকৃত) (২৩.১%), জরায়ুর ক্যান্সার (১৫.৪%) এবং খাদ্যনালীর ক্যান্সার (১৫.৪%)। মোট মৃত্যুর মধ্যে ক্যান্সারে মৃত্যুর কারণ হলো ১১.৯% বা প্রায় ১২ শতাংশ। ক্যান্সারে মৃত রোগীদের মধ্যে ছিল ফুসফুসে ক্যান্সার (১১.৪%), স্বরযন্ত্র (গলা) ক্যান্সার (৮.৫%) এবং পেট ক্যান্সার (৫.৭%)। পুরুষদের মধ্যে মৃত্যুর প্রধান ২টি ক্যান্সার হলো ফুসফুস (১৯.০%) এবং স্বরযন্ত্র (গলা) (১৪.৩%) এবং নারীদের মধ্যে মৃত্যুর প্রধান কারণ স্তন ক্যান্সার (১৪.৩%) এবং পেট ক্যান্সার (১৪.৩%)।

অনুষ্ঠানে বর্তমান জনসংখ্যাভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি স্থায়ী করার জন্য এই জনসংখ্যাভিত্তিক ক্যান্সার নিবন্ধনটি সচল রাখতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা, গবেষকদের বর্তমান রেজিস্ট্রি ব্যবহার করে ভবিষ্যতে ক্যান্সার গবেষণা পরিচালনা করতে উৎসাহিত করার সুপারিশ করা হয়। এই গবেষণায় অর্থায়ন করে এনসিডিসি, ডিজিএইচএস এবং বিএসএমএমইউ।

বিএসএমএমইউতে আন্তর্জাতিক শিশু ক্যান্সার দিবস ২০২৫ উদযাপিত

বর্ণাঢ্য র‍্যালি, বৈজ্ঞানিক সেশন, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুর পিতা-মাতাদের সাথে মতবিনিময় সভাসহ পারিপার্শ্বিক নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে গত রবিবার ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে আন্তর্জাতিক শিশু ক্যান্সার দিবস উদযাপিত হয়েছে। এসকল কর্মসূচীতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, শিশু হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আনোয়ারুল করিম, অধ্যাপক ডা. এটিএম আতিকুর রহমান, শিশু নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. কানিজ ফাতেমা, অধ্যাপক ডা. গোপেন কুমার কুন্ডু, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন, সহকারী অধ্যাপক ডা. চৌধুরী শামসুল হক কিবরিয়া, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোমেনা বেগম প্রমুখসহ শিশু হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ক্যান্সারে আক্রান্ত শিশু ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এবারের আয়োজনে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিল বিএসএমএমইউ থেকে চিকিৎসা নিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠা শতাধিক ক্যান্সার বিজয়ী শিশু। এই প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থ হয়ে যাওয়া প্রায় পাঁচ শতাধিক শিশু এখন সুস্থ জীবন যাপন করছে। অভিভাবকদের মধ্যে থেকে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক চিকিৎসাসেবার ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

বিএসএমএমইউ'র শিশু হেমাটোলজি ও অনকোলজি বিভাগের উদ্যোগে বের হওয়া র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার। র‍্যালিপূর্বক সমাবেশে তার বক্তব্যে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত শিশুদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে তাদের জন্য বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন (বিএমটি) চালুর ক্ষেত্রে বর্তমান প্রশাসন থেকে সহায়তা প্রদান ও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের চিকিৎসা নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করেন।

বৈজ্ঞানিক সেশনে জানানো হয়, শিশুরাও ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে, এটি কোন নতুন রোগ নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, শিশু ক্যান্সার বা চাইল্ডহুড ক্যান্সার বলতে ১৮ বছরের কম বয়সীদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া বোঝায়। প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ৩ লাখ শিশু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। "চাইল্ডহুড ক্যান্সারঃ এ সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস এন্ড চ্যালেঞ্জ, বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, দেশে প্রতি বছর ৯-১২ হাজার শিশু কিশোর ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রফেসর ডা. মোঃ আনোয়ারুল করিম লিউকেমিয়া চিকিৎসার এডভান্সমেন্ট নিয়ে একটা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি উন্নত দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে বিএসএমএমইউ এর চিকিৎসার একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ আলোচনা করেন। আর্লি স্টেজে এবং নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণ করলে আমাদের দেশের বিদ্যমান চিকিৎসা ব্যবস্থা দিয়েই আরও সারভাইভার বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে তিনি হতাশা প্রকাশ করেন যে, এখনো বেশিরভাগ পরিবারই শেষ পর্যায়ে আসে চিকিৎসা নিতে আসে তখন চিকিৎসকদের তেমন কিছু করার থাকে না। আজকের এই ধরনের সচেতনতা কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যাতে করে তারা দ্রুত এবং সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করে।

বিএসএমএমইউ'র বহির্বিভাগে অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট চালুর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত

গত সোমবার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে সুপার স্পেশলাইজড হাসপাতালের কনফারেন্স হলে বিএসএমএমইউ'র বহির্বিভাগে অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট চালুর লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহির্বিভাগে চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নসহ রোগীদের দুর্ভোগ লাঘব, অযথা ভিড় এড়ানো, রোগীদের সময় সাশ্রয় করা, দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বহির্বিভাগের টিকেট সংগ্রহের ঝামেলা এড়ানো, রোগীদের উন্নত ও সন্তুষ্টিমূলক চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএসএমএমইউ প্রশাসন বহির্বিভাগে আগত রোগীদের জন্য অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। দ্রুতই এই কার্যক্রম শুরু হবে এবং ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গভাবে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন হবে। বিএসএমএমইউ'র বহির্বিভাগে অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিগ্রই অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বহির্বিভাগের সাথে সংশিষ্ট চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরগণের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় বিএসএমএমইউর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, আইটি সেলের ইন চার্জ অধ্যাপক ডা. একেএম আখতারুজ্জামান, সিস্টেম এনালিস্ট মোঃ মারুফ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্য রাখছেন- উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

বক্তব্য রাখছেন- রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম

বক্তব্য রাখছেন- আইটি সেলের ইন চার্জ অধ্যাপক ডা. একেএম আখতারুজ্জামান

বিএসএমএমইউতে আন্তর্জাতিক মৃগীরোগ দিবস ২০২৫ উদযাপিত

বিএসএমএমইউতে আন্তর্জাতিক মৃগীরোগ দিবস ২০২৫ উদযাপিত হয়েছে। গত সোমবার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে দিবসটি উপলক্ষে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে একটি বর্ণাঢ্য জনসচেতনতামূলক র‌্যালি বের হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে র‌্যালির শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম।

এসময় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, মৃগীরোগ নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হতে হবে। মৃগীরোগের উন্নত চিকিৎসা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। চিকিৎসার মাধ্যমে মৃগীরোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং সুস্থ থাকা সম্ভব।

এসময় বিএসএমএমইউ'র সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ শামীম আহমেদ, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ বাহাদুর আলী মিয়া, অধ্যাপক ডা. শেখ মাহাবুব আলম, অধ্যাপক ডা. সুভাষ কান্তি দে, অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ, সহযোগী অধ্যাপক ডা. আনিস আহমেদ, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ মাসুদ রানা, সহকারী অধ্যাপক ডা. কাজী জান্নাত আরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউতে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস ২০২৫ উদযাপিত প্রতিরোধের উপর গুরুত্বারোপ

গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে বিএসএমএমইউতে ক্যান্সার দিবস ২০২৫ উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বি ব্লকের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য জনসচেতনামূলক র‌্যালি বের হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার। র‌্যালিপূর্বক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার তাঁর বক্তব্যে ক্যান্সার প্রতিরোধে আরো সচেতন ও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। এসময় তিনি ক্যান্সার প্রতিরোধ ও ক্যান্সার রোগীদের উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে চিকিৎসক ও ছাত্রছাত্রীদের অধিকতর গবেষণায় মনোনিবেশ করতে বলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ওরাল ক্যান্সার প্রতিরোধে তামাক জাতীয় পণ্য বিশেষ করে তামাক পাতা, জর্দা ও সুপারি পরিহার করার জন্য সর্ব সাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার তাঁর বক্তব্যে ক্যান্সার প্রতিরোধে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একটু সচেতন হলেই নারীরা স্তন ও জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারেন। তাছাড়া সময় মতো ভ্যাকসিন নিলে জরায়ু মুখের ক্যান্সার অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব। গুরুত্বপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ নাজির উদ্দিন মোল্লাহ, মেডিক্যাল অনকোলজি ডিভিশন প্রধান অধ্যাপক ডা. সারওয়ার আলম, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ মামুনুর রশিদ, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ জামাল উদ্দিন, ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মাহমুদা আক্তার, সহযোগী অধ্যাপক ডা. সাখাওয়াৎ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক ডা. সাইফুল আজম রঞ্জু, প্রস্থোডনটিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আবু হেনা হেলাল উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউয়ে সরস্বতী পূজা উদযাপন

> এ দেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক অনেকটা পরিবারের মতো।
>
> –অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

বিএসএমএমইউয়ে সরস্বতী পূজা উদযাপন করা হয়েছে। সোমবার (৩ ফেব্রুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লকে এই আয়োজন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাসিক সাইন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সায়েন্স ভবনের সামনে আয়োজিত এই পূজা উৎসবে ছিল পূজা-অর্চনা, অঞ্জলি দেওয়া, প্রসাদ বিতরণ, অতিথি আপ্যায়ন, আরতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম বলেন, সরস্বতী পূজা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। সবাইকে সরস্বতী পূজার শুভেচ্ছা জানাই। আমার গ্রামের বাড়ির পাশেই রয়েছে দাস বাড়ি, কবিরাজ বাড়ি, ধোপা বাড়ি। আমার ছেলেবেলায় সেসব বাড়ি থেকে সন্ধ্যায় উলুধ্বনি শুনতাম। একটু পরে আবার মসজিদ থেকে শুনতাম আজান, এটাই আমাদের ঐতিহ্য, যা আজও বহমান। আজান ও উলুধ্বনি বাংলাদেশের ঐতিহ্য। এ দেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক অনেকটা পরিবারের মতো।

উপাচার্য তার বক্তব্যে প্রতিষ্ঠান ও দেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সবাইকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও ঐক্যবদ্ধ থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সার্বজনীন এই উৎসবে আরও ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মো. আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. মো. শেখ ফরহাদ, সরস্বতী পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডা. গোপেন কুমার কুন্ডু, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা. সুশংকর কুমার মন্ডল প্রমুখ।

বক্তব্য রাখছেন- মাননীয় উপাচার্য
অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

বক্তব্য রাখছেন- উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন)
অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

বক্তব্য রাখছেন- উপ-উপাচার্য (প্রশাসন)
অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বিএসএমএমইউর বহির্বিভাগে আগত রোগীদের দুর্ভোগ লাঘব ও উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে ১লা মার্চ থেকে চালু হচ্ছে অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট সেবা

বক্তব্য রাখছেন- রেজিস্ট্রার
অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম

বক্তব্য রাখছেন- সিস্টেম এনালিস্ট
মোঃ মারুফ হোসেন

বিএসএমএমইউ'র বহির্বিভাগে আগত রোগীদের দুর্ভোগ লাঘব ও উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে স্বাধীনতার মাস মার্চ মাস এর ১লা মার্চ থেকে চালু হচ্ছে অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট সেবা কার্যক্রম।

গত মঙ্গলবার ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক অডিটোরিয়ামে অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বহির্বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরগণের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিমূলক সভায় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম এ ঘোষণা দেন। এসময় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, বহির্বিভাগই চিকিৎসাসেবার সবচাইতে বড় স্থান। রোগীদের সেবারমান উন্নত, আগত রোগীদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রম বেগবান করতে বহির্বিভাগে অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট চালু করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বহির্বিভাগের চিকিৎসাসেবা প্রদানের সাথে একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রম সংযুক্ত করতে অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট বিশেষ ভূমিকা রাখবে। অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট চালু হলে রোগীদের ডাটা সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগ পুরোপুরি অটোমেশন করা সম্ভব হলে রোগীদের পরীক্ষা নিরীক্ষার তথ্যসহ চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল বিষয়ের তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এতে করে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞগণ প্রয়োজন মতো রোগীর তথ্য জেনে মূল্যবান পরামর্শসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা দিতে পারবেন। একই সাথে সংগৃহীত ডাটাসমূহ নিত্যনতুন গবেষণার দ্বার উন্মোচন করবে। অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্টে আসা রোগীদের যাতে প্রয়োজনীয় সময় চিকিৎসকরা দেন তা নিশ্চিত করা হবে। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত রেসিডেন্টদের রোগীকে টাচ না করেই কোনোমতে দেখে রোগীকে দ্রুত বিদায় করে দেয়ার যে মানসিকতা গড়ে উঠছে সেক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আসবে। ফলে রোগীকে যথাযথ সময় দেওয়ার মানসিকতা তৈরি হবে এবং এটা চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়ন ও রোগীর সন্তুষ্টিতে বিরাট ভূমিকা রাখবে। উপাচার্য মহোদয় তার বক্তব্যে বহির্বিভাগে আসা আগত রোগীদের প্রেসক্রিপশনে আনরেজিস্ট্রার্ড যে কোনো ধরণের প্রোডাক্ট লেখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, বহির্বিভাগে চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নসহ রোগীদের দুর্ভোগ লাঘব, অযথা ভিড় এড়ানো, রোগীদের সময় সাশ্রয় করা, দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বহির্বিভাগের টিকেট সংগ্রহের ঝামেলা এড়ানো, রোগীদের উন্নত ও সন্তুষ্টিমূলক চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই বিএসএমএমইউ প্রশাসন বহির্বিভাগে আগত রোগীদের জন্য অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট চালুর উদ্যোগ নিয়েছে।

বিএসএমএমইউ'র রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় সভায় সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন, আইটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ডা. একেএম আখতারুজ্জামান, সিস্টেম এনালিস্ট মোঃ মারুফ হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বিএসএমএমইউতে ক্লিনিকাল ট্রায়ালের ওপর সিএমই অনুষ্ঠিত

আমাদের চিকিৎসকদের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে হবে, যাতে আমাদের স্বাস্থ্যসেবার মান আরও উন্নত হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নে ক্লিনিকাল ট্রায়ালের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে গবেষণা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রাজধানীর বিএসএমএমইউ-তে একটি গুরুত্বপূর্ণ কন্টিনিউয়িং মেডিক্যাল এডুকেশন (সিএমই) সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় বিএসএমএমইউ-এর অধ্যাপক কামরুল ইসলাম সেমিনার হলে সেমিনারটি শুরু হয়, যেখানে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত চিকিৎসক ও গবেষকরা অংশগ্রহণ করেন।

মূল বক্তব্য প্রদান করেন ডা. মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক মিয়ান, যিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া মেডিকেল কলেজ, অগাস্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বাড অ্যান্ড ম্যারো ট্রান্সপান্ট ও সেলুলার থেরাপির প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি ক্লিনিকাল ট্রায়ালের গুরুত্ব, এর বিভিন্ন পর্যায়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ড মেনে গবেষণা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি নতুন ওষুধ ও থেরাপির কার্যকারিতা প্রমাণে ক্লিনিকাল ট্রায়ালের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিএসএমএমইউ-এর ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এম এ শাকুর। তিনি বলেন, "বাংলাদেশে চিকিৎসা গবেষণার অগ্রগতির জন্য ক্লিনিকাল ট্রায়াল অপরিহার্য। আমাদের চিকিৎসকদের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে হবে, যাতে আমাদের স্বাস্থ্যসেবার মান আরও উন্নত হয়।"

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন (বিএসপিএমআর)-এর নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক ডা. তসলিম উদ্দিন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএসএমএমইউ-এর সাবেক প্রোভিসি (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মনিরুজ্জামান খান। সহযোগী অধ্যাপক ডা. গোলাম নবি সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন এবং মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। এছাড়া, এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর একজন প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানটির সাম্প্রতিক গবেষণা উদ্যোগ এবং নতুন ওষুধ সম্পর্কিত প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

সেমিনারটি এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর বৈজ্ঞানিক সহায়তায় আয়োজিত হয়। সমাপনী বক্তব্য তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন (বিএসপিএমআর)-এর সাধারণ সম্পাদক সহকারী অধ্যাপক ডা. এম এ কে আজাদ।

অংশগ্রহণকারীরা ক্লিনিকাল ট্রায়ালের গুরুত্ব এবং এর বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সেমিনারটির প্রশংসা করেন। তারা ভবিষ্যতে আরও এ ধরনের সিএমই সেশন আয়োজনের আহ্বান জানান, যা চিকিৎসকদের উন্নত প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ প্রদান করবে। আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন যে, এ ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশের চিকিৎসা গবেষণাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এগিয়ে নিতে অব্যাহত থাকবে।

বিএসএমএমইউ'র কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স কমিটি (কিউএসি) এর ১৫তম সভা অনুষ্ঠিত

বৃহস্পতিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে বিএসএমএমইউ'র কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স কমিটি (কিউএসি) এর ১৫তম সভা কমিটির সভাপতি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম এর সভাপতিত্বে সুপার স্পেশলাইজড হাসপাতালের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি এর অতিরিক্ত পরিচালক ডা. দীনে মুজাহিদ মো. ফারুক ওসমানী। সভায় সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন, প্রিভেনটিভ এন্ড সোস্যাল মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিকুল হক, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান, ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. নুরুন নাহার খানম, অতিরিক্ত পরিচালক ডা. তারিক রেজা আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আউটকাম বেইসড কারিকুলাম রুপান্তর, এভিডেন্স বেইসড কারিকুলাম বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রচারণা, বিভিন্ন অনুষদের উন্নয়নসহ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

“পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও বিধিমালা-২০০৮” বিষয়ে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর উদ্যোগে “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও বিধিমালা-২০০৮” বিষয়ে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ ইং রোজঃ সোমবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় সেমিনার রুম, ব্লক-ই, ইপনা, ৩য় তলা, বিএসএমএমইউ-তে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় ক্রয় কমিটি'র সভাপতি, সদস্য-সচিব বিভিন্ন অফিসের ক্রয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আই কিউ এসি এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. নুরুন নাহার খানম এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি এর অতিরিক্ত পরিচালক ডা. দীনে মুজাহিদ মো. ফারুক ওসমানী।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের গণপূর্ত বিভাগের সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার জনাব আশিক আহমেদ শিবলী।

বিএসএমএমইউর সহযোগী অধ্যাপক ডা. আতিয়ার রহমানের ইন্তেকাল মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের শোক প্রকাশ

বিএসএমএমইউর ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আতিয়ার রহমান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোজ সোমবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই সন্তান, আত্মী-য়স্বজনসহ অসংখ্যা গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার এই অকাল মৃত্যুতে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন অত্র বিশ্বদ্যিালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। মরহুমের নামাজে জানাযা বিএসএম-এমইউ'র কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে জানাযায় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবে-ষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ শামীম আহমেদ, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্টবৃন্দ, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ অংশ নেন। মরহুমের জানাযা শেষে বাদ আছর তাকে আজীমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বিএসএমএমইউ'র সাবেক ডিন অধ্যাপক সৈয়দ শরীফুল ইসলাম এর ইন্তেকাল

বিএসএমএমইউ'র প্রিভেনটিভ এন্ড স্যোসাল মেডিসিন অনুষদের সাবেক ডিন, পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ শরীফুল ইসলাম চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত শনিবার ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে সকাল ১১টায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। অত্র বিশ্বদ্যিালয়ের মাননীয় উপাচার্য তাঁর মৃত্যুতে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। মরহুম অধ্যাপক সৈয়দ শরীফুল ইসলাম, জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলামের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি বিএসএমএমইউ ছাড়াও ইংল্যান্ডের একটি ইউনিভার্সিটিতে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। তাঁকে ময়মনসিংহ শহরে তাঁর পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বিএসএমএমইউতে ক্রয় ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ই-জিপি সিস্টেম বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ক্রয় ব্যবস্থাকে আধুনিক, স্বচ্ছ ও দক্ষ করার লক্ষ্যে বিএসএমএমইউ এর ইন্সটিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর উদ্যোগে বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ) এর মাধ্যমে দোহাটেক (Dohatec) কর্তৃক "ই-জিপি ট্রেনিং ফর প্রকিউরিং এন্টিটি (পিই) ইউজার (e-GP Training For Procuring Entity (PE) User)" শিরোনামের ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ রাজধানীর কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউস্থ বোরাক ইউনিক হাইটসে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং তারিখ হতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করছেন।

প্রথম দিনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএসএমএমইউ-এর মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর (ভারপ্রাপ্ত) ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, সরকারের প্রতিটি টাকা ব্যয়ে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সরকারের ক্রয় ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, গতিশীল করতে ই-জিপি সিস্টেমের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রয়ের ক্ষেত্রে গতানুগতিক প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে এসে ই-জিপি সিস্টেমকে ব্যবহার করে সততার সাথে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিএসএমএমইউ-এর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, ক্রয় প্রক্রিয়া নিয়ে অনেককিছু ঘটে থাকে। প্রশাসনের উপর চাপ থাকে। দ্বন্দ্ব, হানাহানি পর্যন্ত ঘটে। ই-জিপি সিস্টেম এসব থেকে মুক্তি দিবে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে ম্যান বিহাইন্ড দি মেশিন। মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত না থাকলে সবকিছুই অর্থহীন হয়ে যায়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিএসএমএমইউ'র কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার বলেন, এই প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাদের ডিজিটাল ক্রয় ব্যবস্থার সাথে পরিচিত করবে, যা প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমকে আরও দক্ষ ও সময়োপযোগী করবে। ই-জিপি সিস্টেম ক্রয় ব্যবস্থায় সময় ও খরচ সাশ্রয় করবে। একই সাথে ই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

আইকিউএসি এর পরিচালক অধ্যাপক নুরুন নাহার খানম বলেন, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা ই-জিপি সিস্টেম ব্যবহারের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন, যা তাদের দাপ্তরিক কাজকে আরও সহজ ও কার্যকর করবে। এই প্রশিক্ষণ অটোমেশন ও পেপারলেস কার্যক্রমকে এগিয়ে নেবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দোহাটেক এর নলেজ অ্যান্ড

বক্তব্য রাখছেন- দোহাটেক এর নলেজ অ্যান্ড ট্রেনিং বিভাগের পরিচালক মোসাম্মৎ তাসলিমা আক্তার

বক্তব্য রাখছেন- উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

বক্তব্য রাখছেন- কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার

বক্তব্য রাখছেন- মাননীয় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ

ট্রেনিং বিভাগের পরিচালক মোসাম্মৎ তাসলিমা আক্তার স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আরো বলেন, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ই-জিপি সিস্টেম ব্যবহার, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণটি সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, দ্রুততর ও স্বচ্ছ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বাড়াবে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্রয় প্রক্রিয়াকে দুর্নীতিমুক্ত করতে ভূমিকা রাখবে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি এর অতিরিক্ত পরিচালক ডা. তারিক রেজা আলী। অনুষ্ঠানে বিএসএমএমইউ-এর পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন জুলাই বিপ্লবে আহতদের স্মার্ট কার্ড প্রদান

বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন জুলাই বিপ্লবে আহতদের নির্বাচন কমিশন (ইসি) এর পক্ষ থেকে গত মঙ্গলবার ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গলবার কেবিন ব্লকের চারতলায় চিকিৎসাধীন আহত ছাত্র জনতার হাতে স্মার্ট কার্ড তুলে দেন নির্বাচন কমিনের সম্মানিত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) এসএম হুমায়ুন কবীর। এসময় বিএসএমএমইউর পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে জুলাই ২০২৪ বিপবে আহত মোট ১৭৪ জনকে স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিএসএমএমইউতে ৫০ জন, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান হাসপাতালে ৪৩ জন, ঢাকা মেডিক্যালে ১৩ জন, নিটোরে ৬৭ জন এবং জাতীয় বার্ণ ইনস্টিটিউটে ১ জন।

WORKSHOP & TRAINING

ORGANIZED BY

IQAC, BSMMU

February 2025

Date	Programme	Participation
13 Feb 2025	**Quality Assurance Committee (QAC) 15th Meetings**	15 Participation
17 Feb 2025 18 Feb 2025	**Training Workshop on Public Procurement Act, 2006 & Rules 2008**	36 Participation
23 Feb 2025 24 Feb 2025 25 Feb 2025 26 Feb 2025 1 Mar 2025	**"e-GP Training For Procuring Entity (PE) User"**	20 Participation
	Total	71 Participation

বিএসএমএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে এক্সরে, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, আল্ট্রাসনোগ্রাম, মেমোগ্রাম ও বিএমডি সেবা চালু

বিএসএমএমইউ এর সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে রয়েছে হেপাটোবিলিয়ারি এন্ড প্যানক্রিয়েটিক ডিজিজ, হেপাটোলজি এন্ড লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট সেন্টার, কার্ডিওভাসকুলার এন্ড স্টোক সেন্টার, মাদার এন্ড চাইল্ড হেলথ কেয়ার সেন্টার, কিডনী ডিজিজ এন্ড ইউরোলজি সেন্টার এবং এক্সিডেন্ট এন্ড ইমার্জেন্সি সেন্টার। এ সকল সেন্টারে রোগীদের হার্ট, কিডনী, লিভার (হেপাটোলজি), নিউরোসহ বেশকিছু বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে। রয়েছে রেডিওলজি এ্যান্ড ইমেজিং সেন্টার। এই সেন্টার থেকে বিএসএমএমইউ এর রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগের উদ্যোগে এক্সরে, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, আল্ট্রাসনোগ্রাম ও বিএমডি সহ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত সেবা চালু রয়েছে। আজ রেডিওলজি এ্যান্ড ইমেজিং সেন্টারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত সেবামূলক কার্যক্রম বিস্তারিত তুলে ধরা হলো ।

<u>রেডিওলজি এ্যান্ড ইমেজিং সেন্টারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা:</u> বিএসএমএমইউ'র সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের নিচতলায় (প্রথম তলায়) রয়েছে রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং সেন্টার। এই সেন্টার থেকে সকাল ৮টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত এবং বেলা ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এই দুই শিফটে এক্সরে, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, আল্ট্রাসনোগ্রাম, মেমোগ্রাম, বিএমডি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত সেবা দেয়া হচ্ছে। এরমধ্যে একদিন আগে অনলাইনে (ssh.bsmmu.ac.bd) সিরিয়ালের মাধ্যমে আল্ট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষা করা হচ্ছে, ফলে এই ক্ষেত্রে সিরিয়াল ও টাকা জমা দেওয়ার যে ভোগান্তি সেটা কমেছে। এই সেন্টার থেকে রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টও প্রদান করা হচ্ছে। সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার এবং সরকারী ছুটি দিন ব্যতীত প্রতিদিনই রোগীরা এখানে এসকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারছেন। এই সেন্টার থেকে সকল প্রকার এক্সরে, বিএমডি, মেমোগ্রাম, সিটি স্ক্যান, এমআরআই করা হচ্ছে। এমআরআই এর মধ্যে এমআরআই অফ হোল এবডোমেন, এমআরআই অফ চেস্ট, এমআরআই অফ কেইউবি, ইন্টারোগ্রাফি, এমআরএ এ্যান্ড এমআরভি, এমআরআই অফ নেক ভেসেলস, এমআরআই অফ লিভার, এমআরসিপি, এমআরআই অফ অরবিট, এমআরএ রেনাল এনজিও ইত্যাদি জটিল জটিল পরীক্ষা এই সেন্টার থেকে করা হচ্ছে। অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে দক্ষ টেকনিশিয়ান ও টেকনোলজিস্টদের পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ রিপোর্ট তৈরি করে থাকেন।

উল্লেখ্য, বিএসএমএমইউ এর সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের রেডিওলজি এ্যান্ড ইমেজিং সেন্টার থেকে জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ইং পর্যন্ত ৮ হাজার ৬ শত ৭৭টি এক্সরে, ৩ হাজার ৬ শত ১৬টি এমআরআই, ২ হাজার ৭২টি সিটি স্ক্যান, ১ শত ৪৬টি মেমোগ্রাম এবং ১ শত ৭৫টি বিএমডি পরীক্ষা করা হয়েছে।

বিএসএমএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে লিভার রোগীদের আউটডোর ও ইনডোর (রোগী ভর্তি কার্যক্রম) চিকিৎসাসেবা চালু

বিএসএমএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে লিভারের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য চালু হয়েছে আউটডোর ও ইনডোর সেবা কার্যক্রম। ইনডোর সেবার অংশ হিসেবে এই সেন্টারে লিভারের রোগীদের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। হেপাটোলজি বহির্বিভাগ চিকিৎসাসেবার অংশ হিসেবে লিভারের রোগীদের জন্য সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার এবং সরকারী ছুটি দিন ব্যতীত প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের সেবা কার্যক্রম চালু আছে। এই ধরণের রোগীদের জন্য সপ্তাহের রবি ও বুধবার বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবা চালু রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এন্ডোস্কপি, ইভিএল, শর্ট ক্লোনোস্কপি, ফুল ক্লোনোস্কপি, গ্লু ইনজেকশন, এন্ডোস্কপিক পলিপেক্টমি, এফএনএসি ফর্ম লিভার এসওএল, লিভার এবসসেস, পেয়ার থেরাপি, ইআরসিপি স্টেন্ট রিমুভাল, ইআরসিপি স্টেন্টিং, ক্লোনোস্কপি পলিপেক্টমি এবং ডুডেনস্কোপি।

<u>হেপাটোবিলিয়ারি এন্ড প্যানক্রিয়েটিক ডিজিজ, হেপাটোলজি এন্ড লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট সেন্টারের ওপিডি চিকিৎসাসেবা:</u> এই সেন্টারের ওপিডি বা বহির্বিভাগ চিকিৎসাসেবার মধ্যে রয়েছে লিভার (হেপাটোলজি), অফথালমোলজি, সার্জিক্যাল অনকোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্ট্রারোলজি, কলোরেক্টাল সার্জারি, হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারি এন্ড লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি এবং প্লাস্টিক সার্জারি, এন্ডোক্রাইন সার্জারিসহ জেনারেল সার্জারি। এর মধ্যে লিভার (হেপাটোলজি) রোগে আক্রান্ত রোগীরা বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারছেন। হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারির রোগীরা সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার এবং সরকারী ছুটি দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এবং বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এই দুই শিফটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারছেন। এখানে ল্যাপারোস্কপিক সার্জারি, হুয়িপপেল'স প্রসিডিউরসহ সকল প্রকার প্যানক্রিয়েটিক সার্জারি চিকিৎসাসেবা দানও অব্যাহত রয়েছে।

এছাড়া অফথালমোলজি, সার্জিক্যাল অনকোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্ট্রারোলজি, লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট, কলোরেক্টাল সার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারি, এন্ডোক্রাইন সার্জারিসহ জেনারেল সার্জারির রোগীরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারছেন।

এই সেন্টারে সফলভাবে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম ও বিলিয়ারি ট্রাক্ট কার্যক্রম চালু করার জোরালো উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিএসএমএমইউ -এর
মাসিক নিউজলেটার
ফেব্রুয়ারি ২০২৫